[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে একটি র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি আমঝুপির প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিদ্যালয়ে এসে শেষ হয়।

র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি, বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি মো. হাসিবুর জামান (স্বপন)ও ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ।

র্যালি শেষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মো. হাসিবুর জামান (স্বপন)। সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রুহুল আমিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ হাফিজ্জামান।

সভাপতির বক্তব্যে মো. হাসিবুর জামান (স্বপন) শিক্ষার মানোন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান আরও উন্নত করতে শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

আলোচনা সভা সঞ্চালনা করেন মো. হাবিবুর রহমান (বিএসসি)। সভায় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আবুল হাসান, বশির আহমদ, ফারাহ হোসেন লিটন, হাবিবুর রহমান, শাহানাজ খাতুন, নার্গিস চৌধুরী, মো. তাসমিন জামান তুষার, মো. রকিবুল ইসলাম, মো. রকিবুজ্জামান, মো. গাজিউর রহমান, মো. ইব্রাহীম খলীল ও মো. রুবেল রানাসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বারাদিতে ২০০ শিক্ষার্থীসহ শিক্ষক-এলাকাবাসীর মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদিতে রাস্তার পাশে যত্রতত্র ময়লা- আবর্জনা ফেলে পরিবেশ দূষণ ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী। ‘ময়লার ভাগাড় নয়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাস্তা চাই’-এই দাবিতে সোমবার (৫ অক্টোবর) সকাল ১০টায় মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রায় ২০০ ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, বারাদি বাজার কমিটির সভাপতি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক সড়কের দুই পাশে ও গাছের গোড়ায় দীর্ঘদিন ধরে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এতে দুর্গন্ধ ও বায়ুদূষণের পাশাপাশি সড়কের পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। ময়লার কারণে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে রোপণ করা গাছপালাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিদিন শিক্ষার্থীসহ পথচারীদের এই নোংরা পরিবেশের মধ্য দিয়ে চলাচল করতে হচ্ছে।

সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সড়কের পাশে ময়লা ফেলার কারণে পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিষয়টি সমাধানে প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে এভাবে ময়লা-আবর্জনা ফেলা অত্যন্ত দুঃখজনক। শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের জন্য পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করতে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বিশেষ অতিথি বারাদি বাজার কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ সিরাজুস

সালেকিন বলেন, সড়কের পাশে ময়লা ফেলার প্রবণতা বন্ধ করতে প্রশাসনের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও সচেতন হতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা না থাকায় সমস্যাটি আরও বাড়ছে। মানববন্ধন থেকে বক্তারা সড়কের দুই পাশ ও গাছের গোড়া থেকে দ্রুত ময়লা-আবর্জনা অপসারণ, নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা এবং নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালুর দাবি জানান।

মানববন্ধনের সমাপনী বক্তব্য দেন মমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সভাপতি মোহাম্মদ শাহাদত হোসেন। তিনি জনস্বার্থে দ্রুত এ সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জেলা শিল্পকলা একাডেমী থেকে র্যালি শুরু হয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের শেষ হয়।

পরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মোঃ তোজাম্মেল হোসেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা শিক্ষা অফিসার আবদুর রাহীম।

বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষে শিক্ষা মন্রনালয়ের নির্দেশে সারা বাংলাদেশের মতো মেহেরপুরে ও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে গুণী শিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে ।

কলেজ পর্যায়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল

প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার মাধ্যমে শিক্ষার গুণগত মান আরও উন্নত করা সম্ভব।

র্যালিতে অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, সিভিল সার্জন কার্যালয়ের মেডিকেল অফিসার ডা. ইনজামামুল হক, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুর রহিম, মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক মুন্সি রাশেদুল হক, মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসার উপাধ্যক্ষ শরিফুজ্জামান, জেলা শিক্ষক সমিতির সভাপতি ইসরাইল হোসেন, সদর উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি শফিকুল ইসলাম মিন্টু, প্রধান শিক্ষক ফিরোজ হোসেন, নুরুল গনিসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ভারতীয় ওষুধসহ দুই চোরাকারবারি আটক

মেহেরপুরে চোরাচালানবিরোধী অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ শুল্ক ফাঁকি দিয়ে আনা ভারতীয় ওষুধ, একটি ইজিবাইক ও একটি মোটরসাইকেলসহ দুই চোরাকারবারিকে আটক করেছে এসআরবি-১২-এর সিপিসি-৩-এর সদস্যরা।

গতকাল রোববার দুপুর ২টা ৫৫ মিনিটের দিকে মেহেরপুর সদর থানাধীন পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কোর্টপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটকরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামের মন্টু ইসলামের ছেলে কাবিদুল ওরফে আকাশ (২৪) এবং আমঝুপি ইউনিয়নের খোকসা গ্রামের মৃত সরমান আলীর ছেলে ফুলসুরাত ওরফে সুরাত (৪৮)।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে এসআরবি-১২-এর সিপিসি-৩, মেহেরপুরের ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার সহকারী পুলিশ সুপার হান্নান হাওলাদার জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সিপিসি-৩-এর একটি আভিযানিক দল মেহেরপুরের কোর্টপাড়া এলাকায় মাদক ও

চোরাচালানবিরোধী অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় ভারত থেকে সরকার নির্ধারিত শুল্ক ও কর ফাঁকি দিয়ে অবৈধভাবে আনা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার করা ওষুধের মধ্যে রয়েছে লুলিকোনাজল ক্রিম আইপি (লুলিটেক ৩০ গ্রাম) ৩৮০টি, পাইরাজিনামাইড ট্যাবলেটস আইপি (পাইজিনা ৫০০) ৬৫ পাতা, পলিমিক্সিন বি ফর ইনজেকশন আইপি ৮টি, স্টেরাইল ওয়াটার ফর ইনজেকশনস আইপি (৫ মিলিলিটার) ১১টি, ট্রাইক্লোফস ওরাল সলিউশন আইপি (পেডিক্লোরিল) ১৫টি এবং সালবাকটাম অ্যান্ড সেফোপেরাজোন ফর ইনজেকশন (জস্টাম ২ গ্রাম) ৪০টি।

অভিযান পরিচালনাকারী দল জানায়, উদ্ধার করা ওষুধের আনুমানিক জব্দমূল্য ১ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এ ছাড়া ওষুধ পরিবহনে ব্যবহৃত একটি ইজিবাইক ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়েছে।

আটকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা দায়েরের পর মেহেরপুর সদর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন এসআরবি-১২-এর ওই কর্মকর্তা।

১৫ কোটি টাকার ৩০ সংস্কার কাজ মেয়াদ শেষেও শুরু হয়নি

মেহেরপুরে পল্লি সড়ক ও কালভার্ট সংস্কার প্রকল্পে ১৫ কোটি ২৪ লাখ টাকার ৩০টি কাজের মধ্যে ২৬টির কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরু ও শেষ হয়নি। এসব কাজের ২৬টি কাজের আর ক্যারিওভার করার সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)।

ফলে সড়ক সংস্কার না হওয়ায় শতাধিক গ্রামের মানুষের দুর্ভোগে থেকেই গেল। সবচেয়ে বেশি ভোগান্তিতে পড়েছেন যাদবপুর-বুড়িপোতা সড়ক ব্যবহারকারী পাঁচ গ্রামের মানুষ। সড়কটি সংস্কার না হওয়ায় যান চলাচলে সমস্যা হচ্ছে। কৃষিপণ্য ও অন্যান্য কাঁচামাল বাজারজাত করতেও বাড়তি খরচ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

সরেজমিনে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে হিতিমপাড়া-কুতুবপুর সড়ক, বুড়িপোতা ইউনিয়নে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে শালিকা হাট সড়ক, আমঝুপি ইউনিয়নে মিলপাড়া-ইসলামনগর সড়ক, মুজিবনগর উপজেলায় মোনাখালী- রায়পুর সড়ক, গাংনী উপজেলায় ধানখোলা- চিৎলা সড়ক ও বামুন্দি-হাড়াভাঙ্গা সড়ক খানাখন্দে যোগাযোগ চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

এলজিইডি সূত্রে জানা গেছে, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ৩০টি সড়ক সংস্কারের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। চুক্তি অনুযায়ী ২০২৬ সালের মে মাসের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা ছিল। কিন্তু ২৬টি কাজ নির্ধারিত সময়ে শুরুই করা যায়নি। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ অধিদপ্তরকে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছেন- বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে তেল ও বিটুমিনের সংকট এবং মূল্যবৃদ্ধির কারণে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ শুরু করতে পারেনি।

তবে একই সময়ে ৩০টি কাজের মধ্যে আমঝুপি-মিলপাড়া-ইসলামনগর সড়কসহ চারটি কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ হয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, উপকরণসংকটই যদি প্রধান কারণ হয়, তাহলে চারটি কাজ সময়মতো শেষ হলো কীভাবে।

২৬টি কাজের পরবর্তী ব্যবস্থা কী হবে। নতুন করে দরপত্র আহ্বান করা হলে কাজ শুরু হতে আরও সময় লাগবে। ততদিন এসব সড়কেই চলাচল করতে হবে স্থানীয় মানুষকে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক স্থানীয় এক ঠিকেদার বলেছেন- ১৫ কোটি টাকার প্রকল্পের ৩০টি কাজের ২৬টিই সময়মতো না হওয়ায় শুধু প্রকল্প বাস্তবায়ন নয়, এলজিইডির তদারকি ও ঠিকাদার বাছাইয়ের প্রক্রিয়াও প্রশ্নের মুখে পড়েছে।

এলজিইডি মেহেরপুরের উপসহকারী প্রকৌশলী মো. আবদুর রহমান চৌধুরী বলেন, পিপিআর ২০২৫ অনুসারে ওই কাজের মেয়াদ কোনভাবেই বাড়ানো যাবেনা। নির্ধারিত সময়ে কাজ শুরু ও শেষ করতে না পারা ২৬টি ঠিকাদারের কাজ ক্যারিওভার করার সুযোগ নেই।

বিষয়টি অধিদপ্তরকে জানানো হয়েছে। পিপিআর ২০২৫ অনুসারে অফিস আদেশ পাওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের দেয়া কার্যাদেশ বাতিল করতে হবে।

[redacted]

[redacted]

এ ছাড়া বক্তব্য দেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের উপপরিচালক-৪ (উপসচিব) ডা. রেজওয়ান আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিটের সাবেক জাতীয় পরামর্শক ডা. এ.জি.এম. মাশুকুর রহমান, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (অবসরোত্তর ছুটিতে) মো. আবু মোমতাজ সাদ উদ্দিন আহমেদ, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের মেডিকেল অফিসার ডা. মো. গোলাম রাফি, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের পরিচালক (গবেষণা) ও যুগ্ম সচিব এস.এম. আবু হোরায়রা এবং মেহেরপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু।

এ সময় দুই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা, প্রশাসনিক কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় প্রটোকল, ধর্ষণ-পরবর্তী চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা মডিউল, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ এবং স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) ব্যবহারের ব্যবহারিক দিক তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক ক্লিনিক্যাল, ফরেনসিক ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা, প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংরক্ষণ, রিপোর্টিং এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

আলোচনায় বলা হয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিটের জেন্ডার, এনজিও ও অংশীজন অংশগ্রহণ ইউনিট ২০১৭ সাল থেকে স্বাস্থ্য খাতে জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতার প্রতিক্রিয়া কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মাধ্যমে সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের জন্য সমন্বিত ও সার্ভাইভার-কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ও মেডিকোলিগ্যাল সেবা নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সদরুল আনামের অবস্থা সংকটাপন্ন, দোয়া কামনা

মেহেরপুরের প্রবীণ সাংবাদিক সদরুল আনাম (৭৫) গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকার একটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। গত ৩০ সেপ্টেম্বর রাত থেকে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে রয়েছেন।

পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, সদরুল আনাম দীর্ঘদিন ধরে নানা জটিল শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন। প্রায় তিন বছর ধরে তিনি শয্যাশায়ী। তিনি স্ট্রোক, পারকিনসন্সসহ বিভিন্ন জটিল রোগের উপসর্গে ভুগছেন। সম্প্রতি তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হলে তাঁকে ঢাকায় নেওয়া হয়। বর্তমানে তিনি চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

সদরুল আনাম মেহেরপুরের সাংবাদিকতার জগতে পরিচিত একটি নাম। আশির দশকে তিনি তৎকালীন জনপ্রিয় দৈনিক বাংলার বাণী পত্রিকার মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি একই প্রকাশনার সাপ্তাহিক সিনেমা এবং দ্য বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকাতেও কাজ করেছেন।

স্বৈরশাসক এরশাদের আমলে ১৯৮৭ সালে দৈনিক বাংলার বাণী বন্ধ হয়ে গেলে তাঁর সাংবাদিকতা জীবনে ছন্দপতন ঘটে। পরবর্তী সময়ে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে তিনি আইনজীবী মো. আবুবকর সাহেবের সহকারী (মুহুরি) হিসেবে কাজ করেন। পেশা পরিবর্তন হলেও সাংবাদিকতা ও সংবাদজগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনো পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়নি।

সদরুল আনামের দীর্ঘ কর্মজীবনের সঙ্গে মেহেরপুরের সাংবাদিকতার একটি সময়ের ইতিহাসও জড়িয়ে রয়েছে। সীমিত যোগাযোগব্যবস্থা ও প্রযুক্তির যুগে সংবাদ সংগ্রহ, লেখা এবং তা জাতীয় পত্রিকায় পাঠানোর কঠিন সময়ে তিনি মেহেরপুরের নানা ঘটনা ও মানুষের কথা সংবাদপত্রের পাতায় তুলে ধরেছেন।

বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন হওয়ায় পরিবার, স্বজন, সহকর্মী, সাংবাদিক সমাজ ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা তাঁর দ্রুত রোগমুক্তি ও সুস্থতার জন্য সবার কাছে দোয়া চেয়েছেন।

[redacted]

[redacted]

মিনাজের ছেলে জুসের ও রনি, নগেনের ছেলে রিপন, রাজুর ছেলে ইসরাফিল, ইসরাফিলের স্ত্রী আসফিরা ও ছেলে আসিক, সবুর ও আরিফুল সহ কয়েকজন হামলায় জরিত ছিলেন৷

আহতরা বলেন, তারা অত্যন্ত দরিদ্র ও অসহায়। বসতভিটা জোরপূর্বক দখল হয়ে গেলে তাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই থাকবে না। এ ঘটনায় তারা প্রশাসনের সহযোগিতা ও ন্যায়বিচার কামনা করেছেন।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য নেওয়ার চেষ্টা করা হলেও তাদের কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্তের সংখ্য

মেহেরপুরে দিনদিন বাড়ছে অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা। প্রথমে গবাদি পশু আক্রান্ত হচ্ছে, সেই আক্রান্ত পশুর মাংস খেয়ে কিংবা কাটাকাটির সময় সংস্পর্শে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ নারী-পুরুষ ও শিশূরা।

মেহেরপুরে এখন যেন আতঙ্কের আরেক নাম অ্যানথ্রাক্স। বছরের পর বছর রোগটির প্রাদুর্ভাব থাকলেও নেই নিয়মিত ভ্যাকসিনেশন ও পর্যাপ্ত জনসচেতনতা কার্যক্রম। ফলে প্রতি বছর বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা। শরীরে দগ দগে ক্ষত নিয়ে অনেকেই ভুগছেন দীর্ঘদিন।

২০০৭ সালে মেহেরপুর জেলায় প্রথম সনাত্ব হয় অ্যানথ্রাক্স রোগী। গাংনী উপজেলার কাজিপুর গ্রামে প্রথম অ্যানথ্যাক্স দেখা দিলেও ধীরে ধীরে উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে রোগটি।

এখন উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের নারী, পুরুষ এমনকি শিশুর শরীরেও দেখা মিলছে অ্যানথ্রাক্সের ক্ষত। জেলা স্বাস্থ্য বিঘভাগের তথ্য অনুযায়ী, গত প্রায় দুই দশকে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে ৭ হাজার মানুষ অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ রোগে মৃত্যুর ঘটনা না ঘটলেও অনেক রোগীকে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষত ও

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

কালচে কিংবা দগদগে ক্ষত। প্রথমে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা করিয়ে অনেকেই সময় পার করছেন। পরে ক্ষত বড় হলে ছুটতে হচ্ছে বড় কোনো হাসপাতালে।

আবার জবাই, মাংস কাটা কিংবা রান্নার সময় যথাযথ সতর্কতা না থাকায় জীবাণুর সংস্পর্শে আসছেন মানুষ। এরপর শরীরে দেখা দিচ্ছে কালচে কিংবা দগদগে ক্ষত। প্রথমে স্থানীয় ভাবে চিকিৎসা করিয়ে অনেকেই সময় পার করছেন। পরে ক্ষত বড় হলে ছুটতে হচ্ছে হাসপাতালে। অ্যানথ্রাক্সের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে গাংনীতে কাজ শুরু করেছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান—আইইডিসিআরের একটি দল। সন্দেহ ভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি কি ধরনের অ্যানথ্যাক্স তা নির্ণয় করে আক্রান্তদের চিকিৎসা দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।

অ্যানথ্রাক্সের বিস্তার ঠেকাতে ইতোমধ্যে গাংনীতে কাজ শুরু করেছে জাতীয় রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান—আইইডিসিআরেরএকটি দল। আইইডিসিআরের টিমটির নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডা. আরিফ।

তার সঙ্গে রয়েছেন টেকনিশিয়ান আব্দুল গাফফারসহ আরও দুই সদস্য। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা একরামুল হক বিষিয়টি নিশ্চিত করে জানান, প্রাথমিক ভাবে মেহেরপুর জেলায় স্কীন অ্যানথ্রাক্স সনাত্ব হয়েছে। আমরা আক্রান্তদের চিকিৎসা দিচ্ছি।

সন্দেহ ভাজন রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হচ্ছে পরীক্ষার জন্য। পাশাপাশি আক্রান্তদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. আরিফুল ইসলাম বলেন, গাংনী দীর্ঘদিন ধরেই অ্যানথ্রাক্স প্রবণ এলাকা। বিশেষ ব্যবস্থায় ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ৩০ হাজার পশুকে ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে।

ডাক্তার মো: আরিফুল ইসলাম, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, গাংনী। মেহেরপুর সিভিল সার্জন আবু সাঈদ জানিয়েছেন, অ্যানথ্রাক্সের ভয়াবহতা, সংক্রমণের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধে করণী বিষয়ে জনগনকে সচেতন করতে উদ্যোগ নিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ । তবে, মাংস ক্রয় বিক্রয়ের সময় অবশ্যই মানুষকে সচেতন হতে হবে একই সাথে মাংস কাটাকাটির সময় হাতে গ্লাভস ব্যবহার জরুরী।